দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ৩১ AUG 2009
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৭

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির নয়া পদ্ধতি চালুর উদ্যোগ

পরীক্ষা হবে দুই ইউনিটে ● থাকবে কলেজকেন্দ্রিক মেধাতালিকা

॥ মাহবুবুর রহমান সুমন ॥

আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে বদলে যাচ্ছে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা ও পদ্ধতি। এর আগে এ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিচ্ছু সকল শিক্ষার্থীর জন্য একযোগে একটি পরীক্ষা নেয়া হলেও এবার নেয়া হবে দুইটি। ন্যূনতম পাস মার্ক পাওয়া সকল শিক্ষার্থীকে ভর্তির জন্য বিবেচ্য ধরে যে তালিকা প্রকাশ করত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় তাতেও আনা হচ্ছে ব্যাপক পরিবর্তন। এক্ষেত্রে ভর্তি প্রক্রিয়াকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত করতে বিশেষ উদ্যোগ হিসাবে নির্দিষ্ট সংখ্যক কৃতকার্য শিক্ষার্থীর তালিকা প্রকাশ করবে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়। ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহের যে কোন দিন এই ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হতে পারে।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০০৯-১০ শিক্ষাবর্ষের অনার্স ১ম বর্ষ ভর্তি কমিটি সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে। এর সত্যতা স্বীকার করে কমিটির সদস্য সচিব জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত ডিন ড. ফকির রফিকুল আলম ইত্তেফাককে বলেন, ভর্তি প্রক্রিয়ায় পরিবর্তনের এ বিষয়গুলো প্রক্রিয়াধীন আছে। আগামী সপ্তাহে অনুষ্ঠিত ডিন কমিটির সভায় এগুলো চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হবে।

বর্তমানে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে যে ভর্তির প্রক্রিয়া চালু রয়েছে তাতে ভর্তিচ্ছু সকল শিক্ষার্থীকে একই আবেদন ফরমের মাধ্যমে একটি লিখিত ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে নতুন যে ভর্তি (১৫শ পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের

(১৬শ পৃঃ পর)

পদ্ধতি আগামী শিক্ষাবর্ষে চালু করা হচ্ছে তাতে শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা হবে দুই ভাগে। একটি 'ক' ইউনিট ও অপরটি 'খ' ইউনিটে। বিজ্ঞান, মানবিক ও বাণিজ্য বিভাগের শিক্ষার্থীরা ভর্তি পরীক্ষা দিবে 'ক' ইউনিট থেকে। আর যারা বিভাগ পরিবর্তন করে ভর্তি হতে চাইবে তাদের পরীক্ষা দিতে হবে 'খ' ইউনিট থেকে। অর্থাৎ 'খ' ইউনিটটি হবে সমন্বিত ইউনিট। 'ক' ইউনিটের প্রশ্নপত্র হবে পূর্বের মত। আর সমন্বিত ইউনিট 'খ' -এর প্রশ্নের মানবণ্টন হবে এরকম- বাংলা-২৫, ইংরেজী-২৫, সাধারণ জ্ঞান-৫০ (এর মধ্যে বাংলাদেশ বিষয়াবলী-২৫ ও আন্তর্জাতিক বিষয়াবলী-২৫)।

ভর্তি প্রক্রিয়ায় সবচেয়ে বড় পরিবর্তনটি আনা হচ্ছে ফলাফল প্রকাশের ক্ষেত্রে। বর্তমান পদ্ধতি অনুযায়ী ন্যূনতম ৩৩ নম্বর পাওয়া সকল শিক্ষার্থীকে কৃতকার্য ধরে বিপুল পরিমাণ শিক্ষার্থীর তালিকা প্রকাশ করে তা থেকে মেধারভিত্তিতে ভর্তির সুপারিশ অধিভুক্ত কলেজগুলোতে পাঠিয়ে দেয় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়; কিন্তু এবার বদলে যাচ্ছে এই পদ্ধতি। এবার একটি কলেজে প্রতিটি বিষয়ের শূন্য আসনের তালিকা চাইবে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়। এরপর প্রতিটি বিষয়ে যতসংখ্যক খালি আসন থাকবে তার চেয়ে মোট ৫ শতাংশ বেশি ধরে কৃতকার্য শিক্ষার্থীদের তালিকা সংশ্লিষ্ট কলেজে পাঠাবে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তারা বলছেন, ভর্তি প্রক্রিয়ায় রাজনৈতিক প্রভাব দূর করতেই এই উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। কলেজ পরিবর্তনে ইচ্ছুক শিক্ষার্থীদের জন্যও পৃথক একটি তালিকা প্রকাশ করা হবে। এ প্রক্রিয়ায় ভর্তির সকল ক্ষমতাই থাকবে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে। ফলে ভর্তি প্রক্রিয়ায় স্থানীয় পর্যায়ে প্রভাব খাটানোর সুযোগ থাকবে না।

বর্তমান পদ্ধতি অনুযায়ী ভর্তি প্রক্রিয়ায় ব্যাপকভাবে প্রভাব খাটানোর সুযোগ রয়েছে। দেখা গেছে একটি বিষয়ে যত সংখ্যক আসন থাকত তার চেয়ে কয়েকগুণ বেশি কৃতকার্য শিক্ষার্থীর তালিকা প্রকাশ করে কলেজগুলোতে পাঠিয়ে দেয় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়। এরপর এই তালিকা নিয়ে বিপাকে পড়ে কলেজ কর্তৃপক্ষ। প্রথম দিকের কিছু শিক্ষার্থীকে মেধা তালিকার ভিত্তিতে ভর্তি করা হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা প্রভাবশালীদের চাপের কারণে তালিকার অপেক্ষাকৃত পেছনে থাকা শিক্ষার্থীদের ভর্তি করতে বাধ্য হয়। আর এ সুযোগ নেয় ছাত্র সংগঠনগুলোর নেতা-কর্মীরা। এর সাথে জড়িত থাকে বড় ধরনের আর্থিক লেনদেন। গত বছর এই চাপ ভয়াবহ আকার ধারণ করলে দেশের শীর্ষ স্থানীয় কলেজগুলোর অধ্যক্ষরা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসির সাথে দেখা করে এই পদ্ধতি পরিবর্তনের দাবি তোলেন। তখনই ভিসি অধ্যক্ষদের এই পদ্ধতিতে পরিবর্তন আনা হবে বলে আশ্বাস দিয়েছিলেন। এবার সে আশ্বাসই বাস্তবায়ন করতে যাচ্ছে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়।